47

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 JUN 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

স্বীকৃতিহীন মেডিক্যাল কলেজ

বাংলাদেশে এমবিবিএস কোর্সের ডিগ্রি প্রদানকারী হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ। ডিগ্রির স্বীকৃতি প্রদানকারী হচ্ছে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি)। এমবিবিএস অধ্যয়ন করার জন্য দেশে ১৩টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। এই ১৩টির মধ্যে ৮টি পুরনো এবং ৫টি নতুন। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে ৮টি এবং হয়তো আরো নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি অনুমোদন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্তি এবং বিএমডিসি'র স্বীকৃতির প্রয়োজনহয়।

সম্প্রতি বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল এক বিবৃতি দিয়ে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের জানিয়েছে যে, তিনটি ছাড়া বাদবাকি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর বিএমডিসি'র স্বীকৃতি নেই। বিএমডিসি'র বিবৃতিতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওই তিনটি মেডিক্যাল কলেজের সরকারি অনুমোদন, বিশ্ববিদ্যালয় সংযুক্তি এবং বিএমডিসি'র স্বীকৃতি রয়েছে। কলেজ তিনটি হচ্ছে ঢাকায় বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ, চট্টগ্রামের ইন্সটিটিউট অফ অ্যাপ্লাইড হেল্‌থ এন্ড সায়েন্সেস এবং বাজিতপুরের জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ। এছাড়া ঢাকার সিকদার উইমেন্স মেডিক্যাল কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ও উইমেন্স ঢাকা, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা এবং সিলেটের জালালাবাদ রাগিব রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ— এই পাঁচটির শুধু সরকারি অনুমোদন রয়েছে; কিন্তু বিএমডিসি'র স্বীকৃতি নেই।

এই সমস্যা যে শুধু বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে তাই নয়, নতুন ৫টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজেও রয়েছে। যেমন নতুন সরকারি কলেজগুলোতে মাইক্রোবায়োলজি ও বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়নি। ঐসব কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এই দু'টি বিষয়ে পেশাগত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সময়ও এসে গেছে। কিন্তু কলেজগুলোতে বিভাগ দু'টি যেমন নেই, তেমনি পড়াবার জন্যে শিক্ষকও নেই। অথচ বিএমডিসি'র নিয়ম অনুযায়ী, দেশে বিএমডিসি কর্তৃক এমবিসিএস পরীক্ষার স্বীকৃতি এবং বিদেশে জিএমসি কর্তৃক স্বীকৃতির জন্য মাইক্রোবায়োলজি ও বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ পৃথক থাকা ও পাঠ করার পূর্বশর্ত রয়েছে।

বিএমডিসি তাদের বিবৃতিতে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সাবধান করে দিয়েছে যে, যারা স্বীকৃতিহীন মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়ে আসবে, তাদের এমবিবিএস পরীক্ষায় বিএমডিসি'র স্বীকৃতি না পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। বিবৃতিতে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে যে, অননুমোদিত মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন শুধু আইনের পরিপন্থী নয়, শাস্তিযোগ্য অপরাধও বটে।

বিএমডিসি'র বিবৃতি থেকেই জানা যায়, বাংলাদেশে অননুমোদিত বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। সরকারি মেডিক্যাল কলেজেও স্বীকৃতির সমস্যা রয়েছে। এর ফলে শ' শ' ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়েছে। শুধু অনিশ্চিত ভবিষ্যৎই নয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতেও হাজার হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। এছাড়া রয়েছে পড়ার বিরাট অংকের খরচ। এসব কিছুর পর যদি জানা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রী যে পরীক্ষাটি দিয়েছে, তাতে কৃতকার্য হলেও তার এমবিবিএস ডিগ্রিটি স্বীকৃতি পাবে না। এই অবস্থা যারা সৃষ্টি করেছে, তাদেরকে অপরাধী ভাবা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। কারণ যারা এসব বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করছেন, তারা সকলেই শিক্ষিত এবং প্রভূত অর্থের মালিক। সমগ্র বিষয়টি ভাবলে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, দেশে ডাক্তারের সংখ্যাবৃদ্ধি নয়, ডাক্তার হতে ইচ্ছুক হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর স্বপ্নকে পুঁজি করে ব্যবসা করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য।

এ ধরনের কর্মকান্ড বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। বিএমডিসি তাদের বিবৃতিতে অননুমোদিত কলেজ চালানোকে দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবেও উল্লেখ করেছে। কিন্তু এসব মেডিক্যাল কলেজের কোন প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে আমরা এখনো শুনিনি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের প্রশ্ন, এই অব্যবস্থা এবং ক্ষেত্রবিশেষে অপরাধমূলক কাজ আর কতদিন চলতে দেয়া হবে?

আমরা বেসরকারি উদ্যোগে নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের বিরোধী নই। আমরা আশা করবো বিএমডিসি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সঠিক অনুসন্ধান করে 'ডাক্তার তৈরি'র ব্যবসা বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। একই সঙ্গে কলেজগুলোতে অনিয়ম দূর করে স্বীকৃতি পাওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টির সুযোগ দেবেন। আর যারা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে পুঁজি করে ব্যবসা করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ভবিষ্যতে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করার সময় সকল রকমের অনুমোদন, স্বীকৃতি ও সংযুক্তিসহ যথাযথ টেকনিক্যাল ব্যবস্থা যাতে থাকে সেটাও কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে হবে, যাতে 'সাইনবোর্ড সর্বস্ব' মেডিক্যাল কলেজগুলোর মূলোৎপাটন সম্ভব হয়।